দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 APR 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

০১

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির রদবদল

'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি দেশের দরিদ্র পরিবারের সন্তানসন্ততিদের স্কুলে যাওয়ার হার বিপুলভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এমন একটি কল্যাণকর প্রকল্পেও দুর্নীতি ও পক্ষপাতদুষ্টতা ঢুকে পড়েছে বলে শুরু থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছিল। যেসব স্কুলে কর্মসূচির গম বিতরণ করা হচ্ছে, সেসব স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যাচ্ছে।

ভুলত্রুটি ও অব্যবস্থা সত্ত্বেও এই কর্মসূচি বন্ধ করে দেয়া কেউ সমর্থন করবেন না। বরং কর্মসূচির সম্প্রসারণই কাম্য বলে মনে হয়। অর্থাভাবের দোহাই দিয়ে কর্মসূচির সঙ্কোচন করাটাও ঠিক হবে না। শোনা যাচ্ছে, 'কস্ট এফেক্টিভ' করার জন্য সমগ্র কর্মসূচির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হচ্ছে। প্রায় চার বছর ধরে কর্মসূচিটি চালু আছে। এ ক'বছরের অভিজ্ঞতা ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে, কর্মসূচি আরও দক্ষভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে বলেই মনে হয়।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির অন্যতম বড় সমস্যা হলো, কর্মসূচিটি 'ইউনিভার্সাল' বা সার্বজনীন নয়। যারাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়বে তাদের সবাইকে 'খাদ্য' দেয়া হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বিদ্যালয়ে 'ফ্রি লাঞ্চ টিকেট' দেয়া হয় বেছে বেছে, অভিভাবকদের আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করে। আমাদের কর্মসূচিতে দু'দফায় 'নির্বাচন' করা হয়। প্রথম 'ইউনিয়ন' এবং তারপর ছাত্র। পক্ষপাতের অভিযোগ আসছে এই দু'দফাতেই। দেশের মোট সাড়ে ৪ হাজার ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ১ হাজার ২শ' ৪৭টি ইউনিয়নে কর্মসূচি চালু আছে। কোন্ ইউনিয়ন সবচেয়ে পশ্চাৎপদ, কোন্ ইউনিয়নে তুলনামূলকভাবে দরিদ্র পরিবার বেশি করে বাস করে তা নির্ধারণের প্রশাসনিক পদ্ধতিতে নানা ধরনের পক্ষপাত ঢুকে পড়ে। যাদের ইউনিয়ন নির্বাচিত হয় না, তারা অভিযোগ করবেই। সার্বজনীন না হওয়া পর্যন্ত সরকার বোধহয় এ ঝামেলা থেকে মুক্ত হবেন না। কিন্তু দেশের সবগুলো ইউনিয়নে এই কর্মসূচি চালু করার আর্থিক সামর্থ্য কি সরকারের আছে?

যে বিষয়টি সংস্কার করে কর্মসূচিটি 'কস্ট এফেক্টিভ' করা সম্ভব, তা হলো 'খাদ্য' বিতরণ। খাদ্য বলতে আমরা গম বা চালই বুঝি। আমাদের দেশে সব বিতরণ ব্যবস্থাই ব্যয়বহুল এবং সছিদ্র। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ অথবা এনজিও প্রতিনিধিদের গম উত্তোলন ও বিতরণের কথা থাকলেও দেখা যায় শেষ পর্যন্ত স্কুলের শিক্ষকদেরই কাজটা করতে হয়। তাতে স্কুলে লেখাপড়ার কাজে বিঘ্ন ঘটে। যে কাজের জন্য খাদ্য বিতরণ তাতেই ঘাটতি সৃষ্টি হয়।

পত্রান্তরের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকার বর্তমান খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিকল্প খুঁজছেন। কন্যা সন্তানদের জন্য উপবৃত্তি হিসেবে নগদ টাকা দেয়ার ব্যবস্থা আছে তেমন একটা ব্যবস্থা দাঁড় করানো যেতে পারে। দূরদূরান্তের পাড়াগাঁ এলাকায় নগদ টাকা বিতরণের কাজটাও দুর্নীতিমুক্ত রাখা সহজ নয়। তবে তা ঝামেলামুক্ত রাখা যেতে পারে। অন্যদিকে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্যে 'কার্ড' বিতরণ করে সরকারি খাদ্যগুদাম বা তাদের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে মাসিক খাদ্য উত্তোলনের পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। তাতে অন্তত স্কুলের শিক্ষকরা বিতরণের ঝামেলা থেকে মুক্ত হবেন এবং পড়ানোর কাজে মন দিতে পারেন। আমাদের সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করেই 'খাদ্য' বিতরণ ব্যবস্থা সংস্কার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেয়া চলবে না।